Bong COMICS এবং
ব্লেয়ার উইচ
ডার্ক টেস্টামেন্টস

eBong COMICS এবং
eBongComics.blogspot.com
ব্লেয়ার উইচ
ডার্ক টেস্টামেন্টস
কাহিনি
ইয়ান এডগিনটন
ছবি
চার্লি অ্যাডলার্ড
রঙ
নিক বেল
ও
ব্রায়ান হ্যাবারলিন
ভাষান্তর, অক্ষরবিন্যাস
ও
সম্পাদনা
দেবাশীষ কর্মকার

১৯৮৬...

আমার নাম ডেভিস ক্রেন, আর আমি খুব জোরের সাথে বলতে পারি যে আমি আর বেঁচে নেই...

Dr. Robert Miles
Medical Practitioner

আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা সবই বারকিট্‌সভিলে। ছত্রিশ বছর ধরে হাইস্কুলে ইংরেজি পড়িয়েছি, সাত বছর প্রিন্সিপালও ছিলাম...

পারিনি...
মন চাইছিল, কিন্তু শরীর সায় দেয়নি। অবশ্য এই বয়সে এসে সবাইকেই শরীরের কাছে হার মানতে হয়...
এখন একমাত্র ঈশ্বরই ওই বাচ্চা দু'টোকে রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু এই জায়গার ইতিহাসের কথা মাথায় রাখলে তাতেও খুব একটা ভরসা জাগে না...
সবাই ভাবছে আমি পাগল হয়ে গেছি...
...ধুত্তোর, অত্তসব আমি জানি নাকি! ভীমরতিতে ধরেছিল মনে হয়...
আমি এদের বিরোধিতা করিনি। করে কোনও লাভও নেই। এরা আমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না...
ব্যাপারটা আমার নিজেরও বিশ্বাস হয় না, তারপর আমি চোখ বন্ধ করি...
ডেল পারের কালো ছায়া বাচ্চা দু'টোকে বিকৃত করার চেষ্টা করছিল—ওই বুড়ি ডাইনিটার জন্য, কেননা বুড়ি বাচ্চা খুব ভালবাসে...

১৯০৬ সালের গরমকালে পিট ফেরার্সের ট্রাকে চাপা পড়ে ম্যাথু প্যাটারসন মারা যায়, ব্যাপারটা তখনই আমি জানতে পারি...
না!...
কিন্তু ব্যাপারটা তারও কয়েক বছর আগে শুরু হয়েছিল, তখন আমার বয়স খুবই অল্প ছিল...
যমজ পার ভাই—ডেল আর রাস্টিনের বন্ধু ছিলাম তখন আমি...
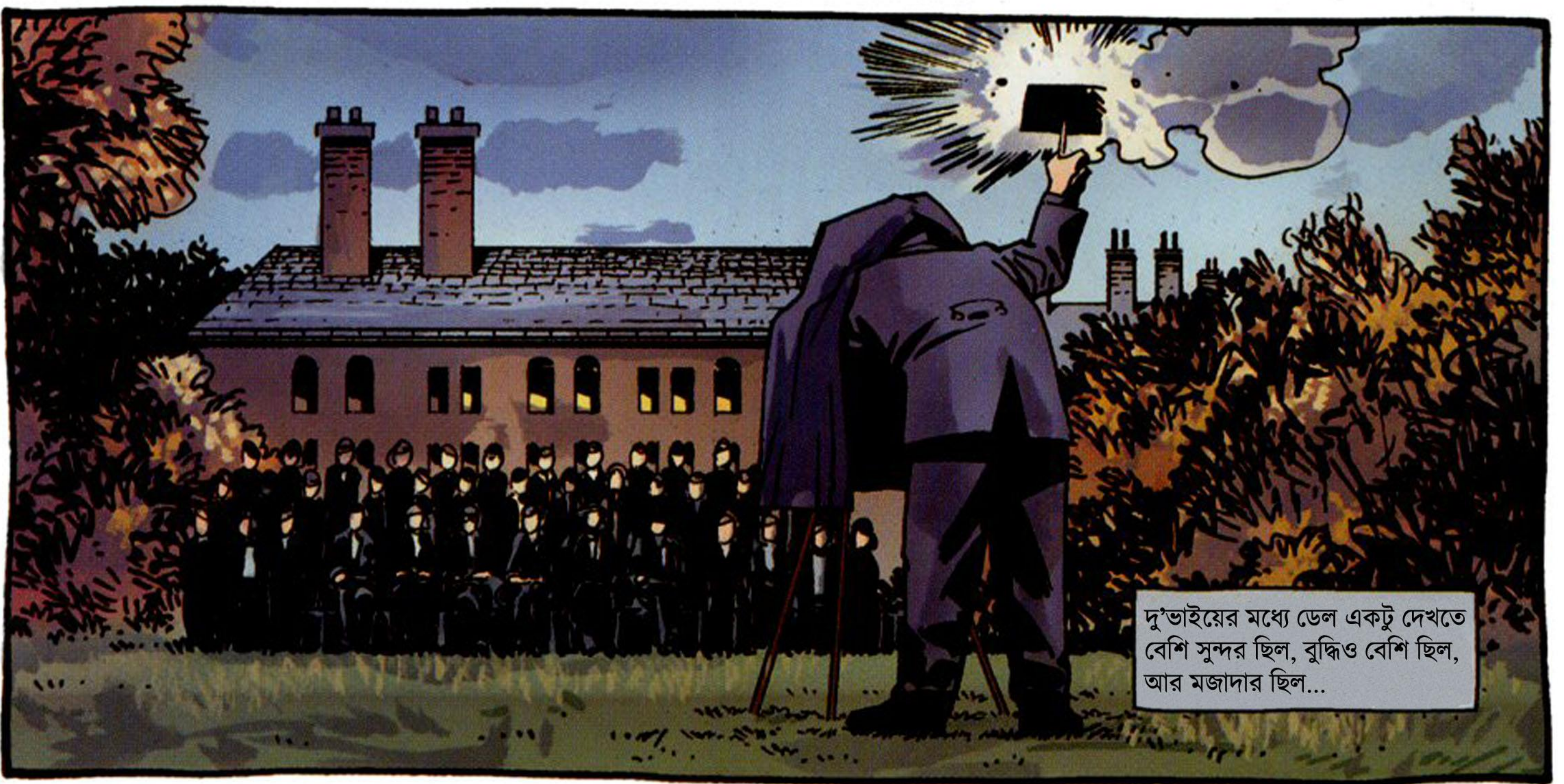
প্রতিটা মুহূর্তেই রাস্টিন ডেলের উজ্বল উপস্থিতির ছায়ায় ঢাকা পড়ে যেত...

কিন্তু মাঝেমাঝে আমার মনে হতো কোথাও যেন কিছু একটা গড়বড় আছে...

...রাস্টিনকে দেখে আমার জানি ঠিক কেমন একটা অনুভূতি হতো...

দৌড়া, ইয়েয়ে...!

অবশ্য এগুলো সবই এক বুড়োমানুষের "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"র মতো ব্যাপার...

তখন আমরা খুবই ছোট ছিলাম...

ইয়া...হুউউউ...!

এই, রাস্টিন, ওখানে একা একা বসে কী করছিস?

আমায় ভুল বুঝবেন না, ওই বাচ্চাগুলোকে যে রাস্টিনই খুন করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই আমার...

না... ছেড়ে দাও আমায়... মাগো!!
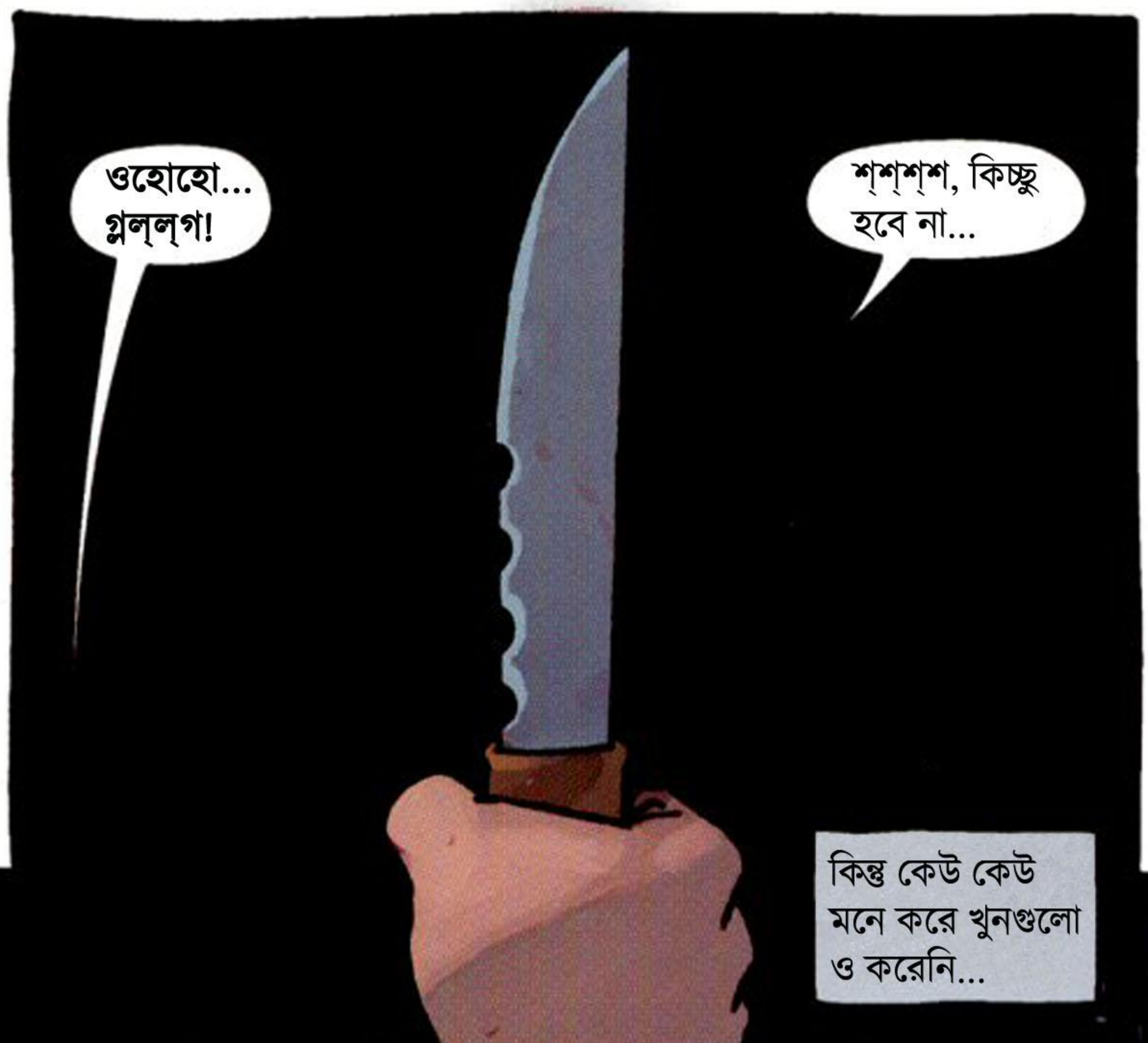
ওহোহো... গ্লল্গ!

শ্শ্শ, কিচ্ছু হবে না...

কিন্তু কেউ কেউ মনে করে খুনগুলো ও করেনি...

বছরের পর বছর ধরে ছাঁচে ফেলে রাস্টিনকে নিজের হাতের পুতুল বানিয়েছে... ওই শয়তানীটা...

কিন্তু তখন এসবের কোনও ইঙ্গিতই ছিল না...
রাস্টিনকে আমি একবারই রাগতে দেখেছিলাম—একদিন একটা কাঠবিড়ালিকে কাছে ডাকার সময়...
এই যে, একবার এদিকে আয় তো দেখি!
ডেল, তুই কী করছিস?! না...
না!!
আর ক'টা ধরতে পারলেই দিব্যি ফিস্টি হয়ে যাবে!
কাঠবিড়ালিটার চামড়া ছাড়ানো দেখে ডেলকে মোটেই বাচ্চা বলে মনে হচ্ছিল না...
হয়তো সৃষ্টিকর্তা ওকে এমন ভাবেই বানিয়েছিলেন...
ডেভি ক্রকেট যেমন পশমের টুপি পরত তেমন টুপি বানাব!

রাস্টিন? তুই ঠিক আছিস তো?
না!
রাস্টিনকে সেদিন খুব রেগে যেতে দেখেছিলাম...

আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি ডেলকে মারতে যাচ্ছে, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না...
ডেল...
দরকারও ছিল না, চাবুকের মতো গলা হেনে ও বলেছিল...

...আজ থেকে তুই আর আমার ভাই নোস!

গোটা পরিবেশটা পুরো থমথমে হয়ে গিয়েছিল যেন...
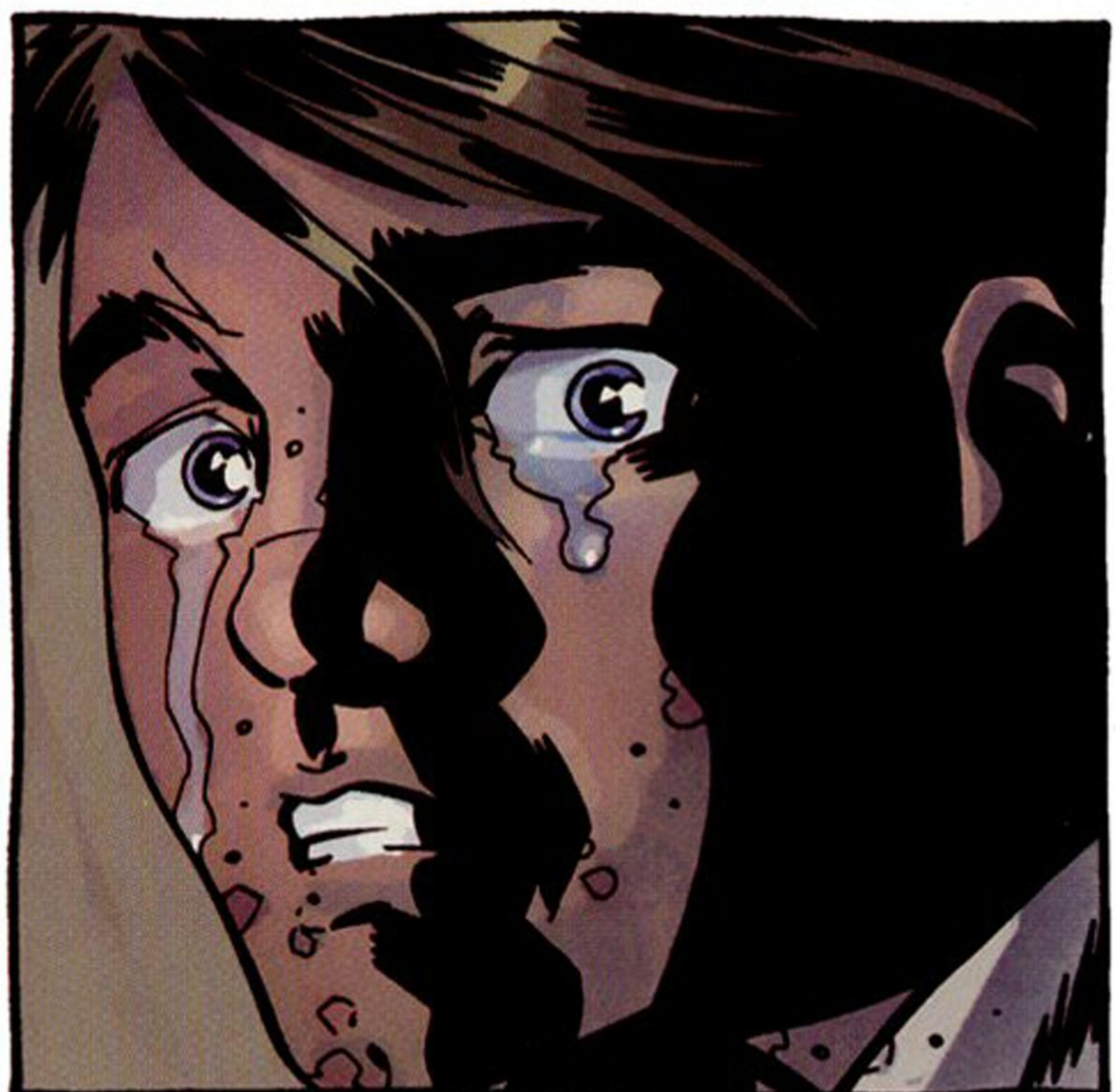
কিন্তু এখানেই সবকিছুর শেষ হল না...
উঁহুঁহুঁহুঁ... হুঁহুঁহুঁহুঁ... হুঁহুঁহুঁ...
শ্‌শ্‌শ্‌শ, চুপ!
ওকে আমি হারাতে চাই না!
তুমি হারাবেও না!
ও আমাদের সাথেই থাকবে।
সত্যি বলছ?
হ্যাঁ...
...আমি সত্যি বলছি।
এখান থেকেই সব কিছুর শুরু হল...

ব্ল্যাক হিলসের জঙ্গলে সেদিনকার ঘটনাটার পরে রাস্টিন আর ডেলের সাথে কথা বলেনি...
ওই ঘটনাটার পর থেকে ওদের দু'জনকে যেন আরও একরকম লাগতে শুরু করল...
এই, তোদের মধ্যে সব মিটমাট হয়ে গেছে তো? রাস্টিন?
ডেল এরপর থেকে রাস্টিনকে আর কারোর সাথেই কথা বলতে দিত না, এমনকী আমার সাথেও না...
ও তোর সাথে কথা বলতে চায় না, আর আমিও চাই না।
ব্যাপারটা নিয়ে অন্যরাও কিছু বলল না...
এই, আমি এমন কী বললাম?
কারোর কাছে অবশ্য সদুত্তর ছিলও না...
সবাই কেমন জানি এক... অস্বস্তি টের পাচ্ছিল...

শুধু ম্যাট প্যাটারসন বাদে...
ম্যাটকে ওরা পাগল বানিয়ে ছেড়েছিল...
প্যাটারসন এলাকার লোকের টুকিটাকি ফাইফরমাশ খাটত, পাঁড় মাতাল আর সবদিক থেকেই নোংরা দুর্গন্ধময়...
অমন হাঁ করে কী দেখছিস তোরা?!
বাঁকা চোখে দেখছে মনে করে ম্যাট বেচারা রাস্টিনকে বেদম মার মেরেছিল...
সবক শেখাব... তোকে আচ্ছাসে সবক শেখাব!
ওকে ছেড়ে দে, হতচ্ছাড়া পাগল কোথাকার!
ছাড় আমায়, খচ্চরের দলেরা!
ছেড়ো না ওকে!
নড়িস না, রাস্টিন।
ডেভি... ও সত্যিই আছে রে... ওই বুড়িটা... ওই ডাইনিটা! ওকে ডেলের সাথে কথা বলতে শুনেছি... ও কিছু একটা করেছে... ওর কথা শুনতে পাচ্ছি... মাথার মধ্যে...

সরে দাঁড়াও হে খোকা, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।
ডেলের অপরিচিতের মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকাতে ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল...
এসো সোনা, বাড়ি যাই চলো।
ভয়ের চোটে কাঁপছিলাম, দরদর করে ঘাম হচ্ছিল, পেটটা সেঁধিয়ে গেছিল...
...কারণ আমি জানতাম রাস্টিন একটুও ভুল কিছু বলছে না...
বাকি বাচ্চাদের মতো আমারও ভূতপ্রেত, ভয়ের গল্পের প্রতি একটা আলাদা টান ছিল। বারকিট্সভিলের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা ছিল...
বাচ্চার গায়ে হাত তুলে এবার তুমি একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ, ম্যাট। এজন্যে তোমায় এবার ভালই ভুগতে হবে।
অবশ্য বাকি অন্য শহরের মতো আমাদের শহরের গল্প এখানেই শেষ হয় না, এখান থেকেই শুরু হয় বরং...
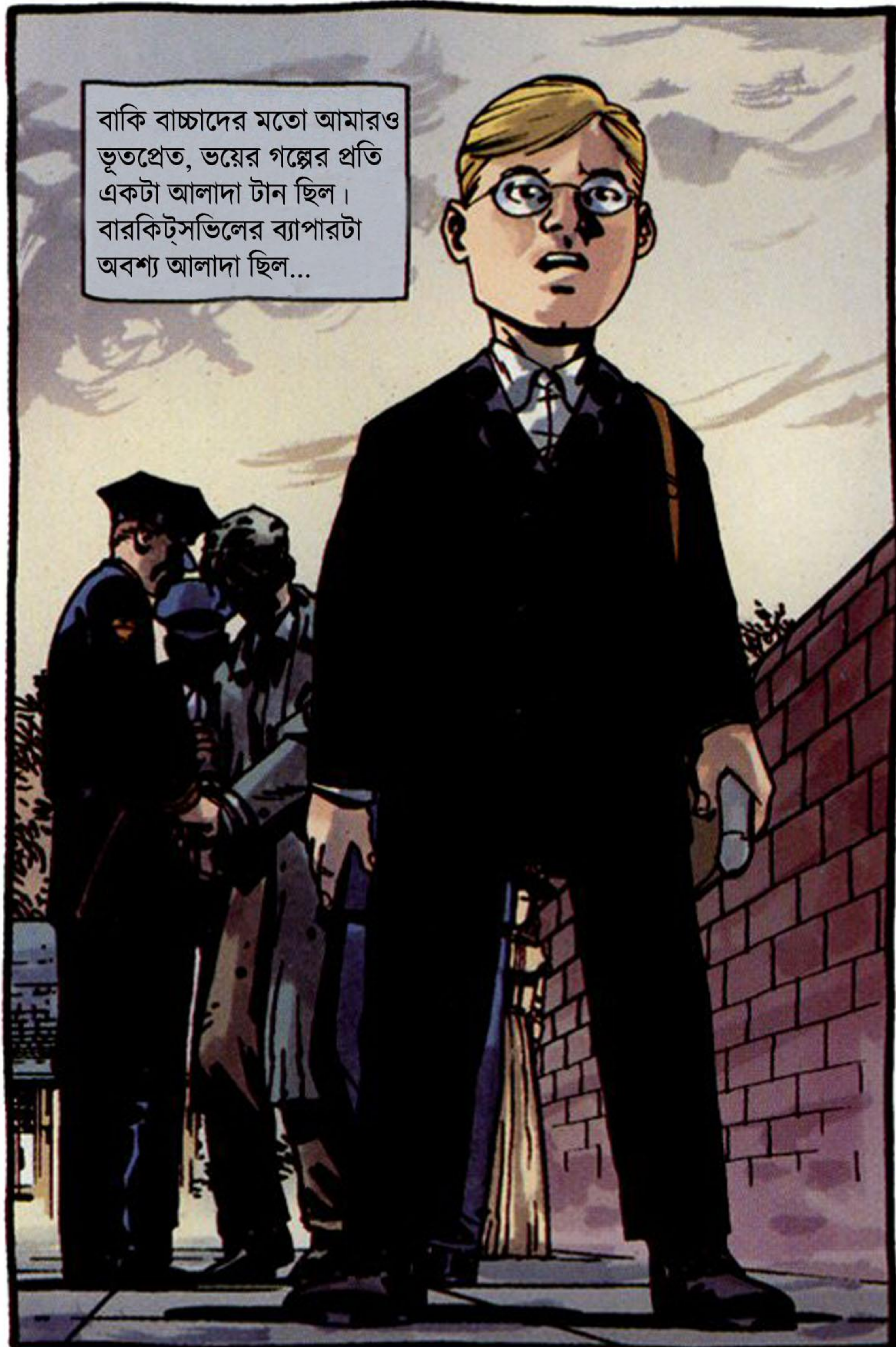
এবং সেই গল্পের এক বিশেষ চরিত্র— ম্যাথু প্যাটারসন...

হাঃ, হাঃ, হাঃ, ওর প্রার্থনা করা এখনও শেষ হয়নি?

না, ভগবান শুনছে না যে!

হাআআরাআআর্গ্ঘ!
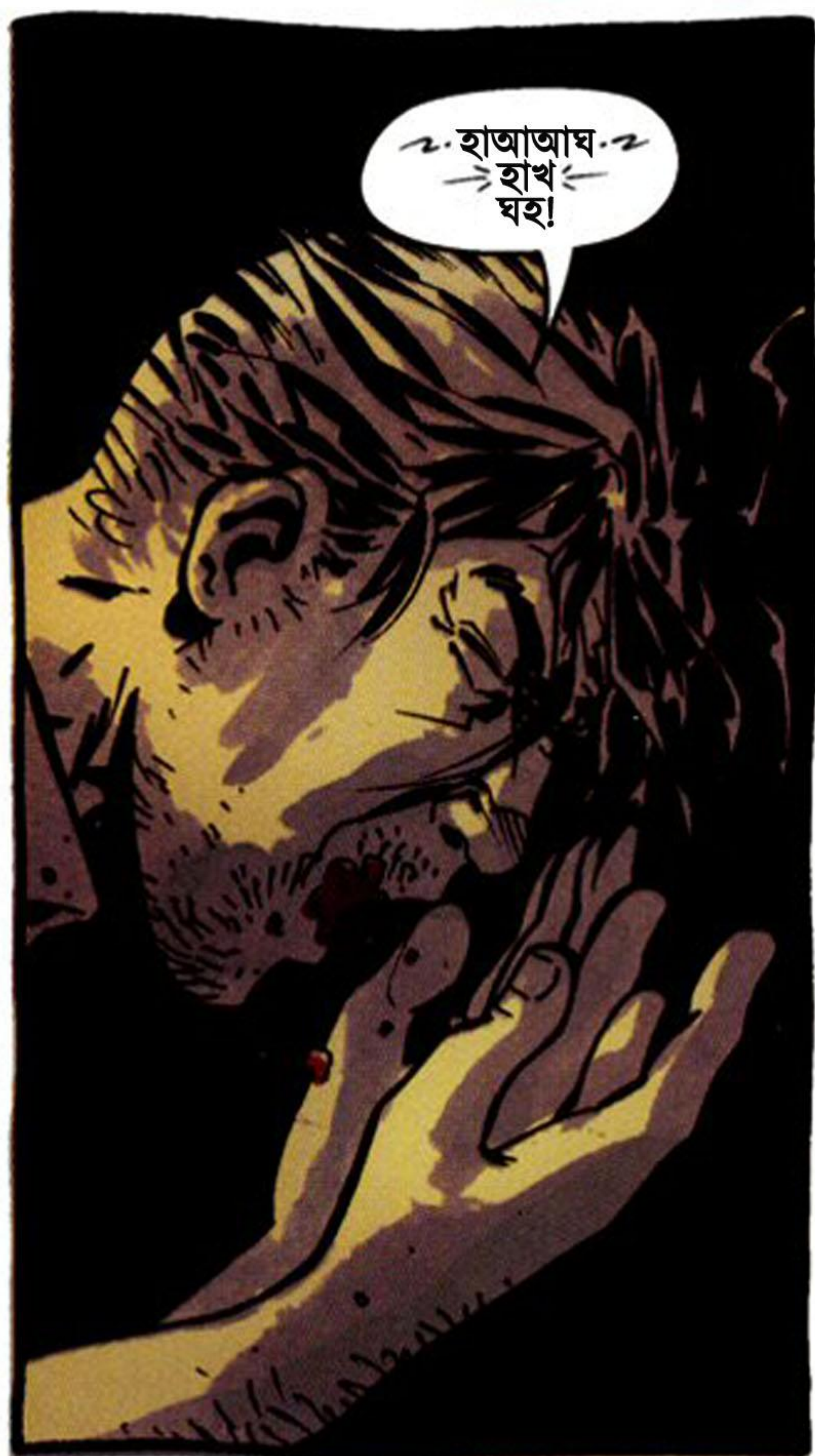
ইইঁইইঁইইঁইইঁআআআ!
মাআআ!! আর পারছি না!!
এই তো সোনা, হয়ে গেছে!
পেট ফুলেই চলেছে... ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে... আমি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলেছি, এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে!
অমানুষিক যন্ত্রণা... শরীর আর সইতে পারেনি...
আর বেঁচে নেই... পাকস্থলী আর অন্ত্র ফুঁড়ে গেছে!

হে ভগবান...
দেখুন!

কী এটা?
এমন একটা জিনিস গোটা গিলে ফেলা তো মুখের কথা নয়... তাহলে...

...এটা এখানে এল কী করে?

খারাপ খবর আছে, প্যাটারসন। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টাই করেছিল...
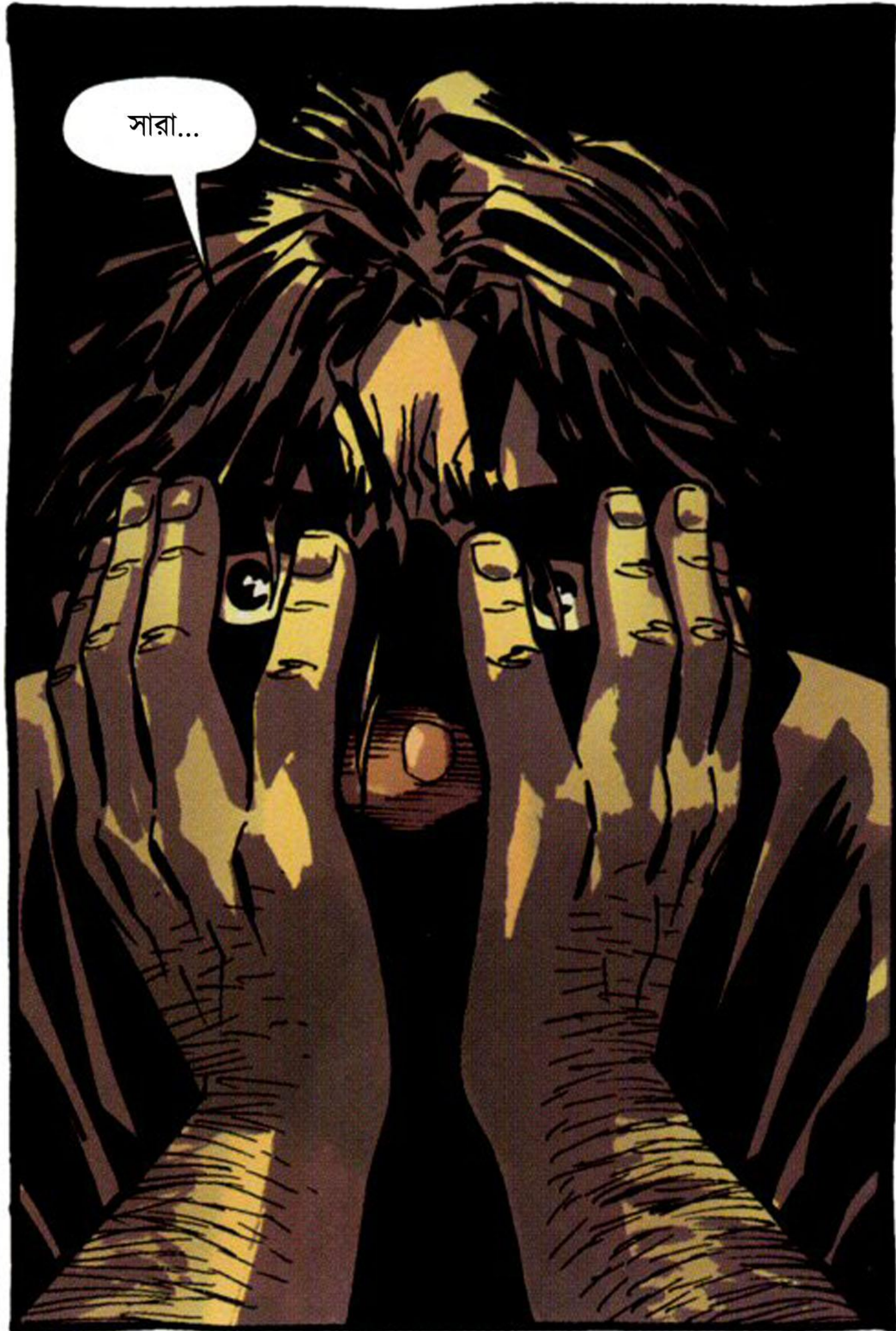
সারা...

প্যাটারসনের মেয়ের খবরটা
দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল...

কেউ কিছু বলল না ঠিকই,
কিন্তু পরদিন থেকে পার'দের
বাড়ির সামনে জিনিসপত্রের
ডাঁই হওয়া শুরু হল...

মালা, খুচরো পয়সা, সিধে চড়ানো হতে
লাগল... যাতে সারা প্যাটারসনের সাথে
যা হয়েছে তা যেন তাদের সাথে না হয়...

"...ওরা বনে শিকার করতে গেছে..."
এমনটাই উনি আমাকে বলেছিলেন, আর আমিও সেটাই বিশ্বাস করেছিলাম...
পরে অবশ্য এত গালগল্প ছড়িয়েছিল যে তার মধ্যে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে সেটাই বোঝা যেত না...
আসলে যে কী হয়েছিল সেটা বোধহয় কেউই সঠিক জানে না...
নির্মম সত্যিটা ছিল— ডেল আর বেঁচে নেই...
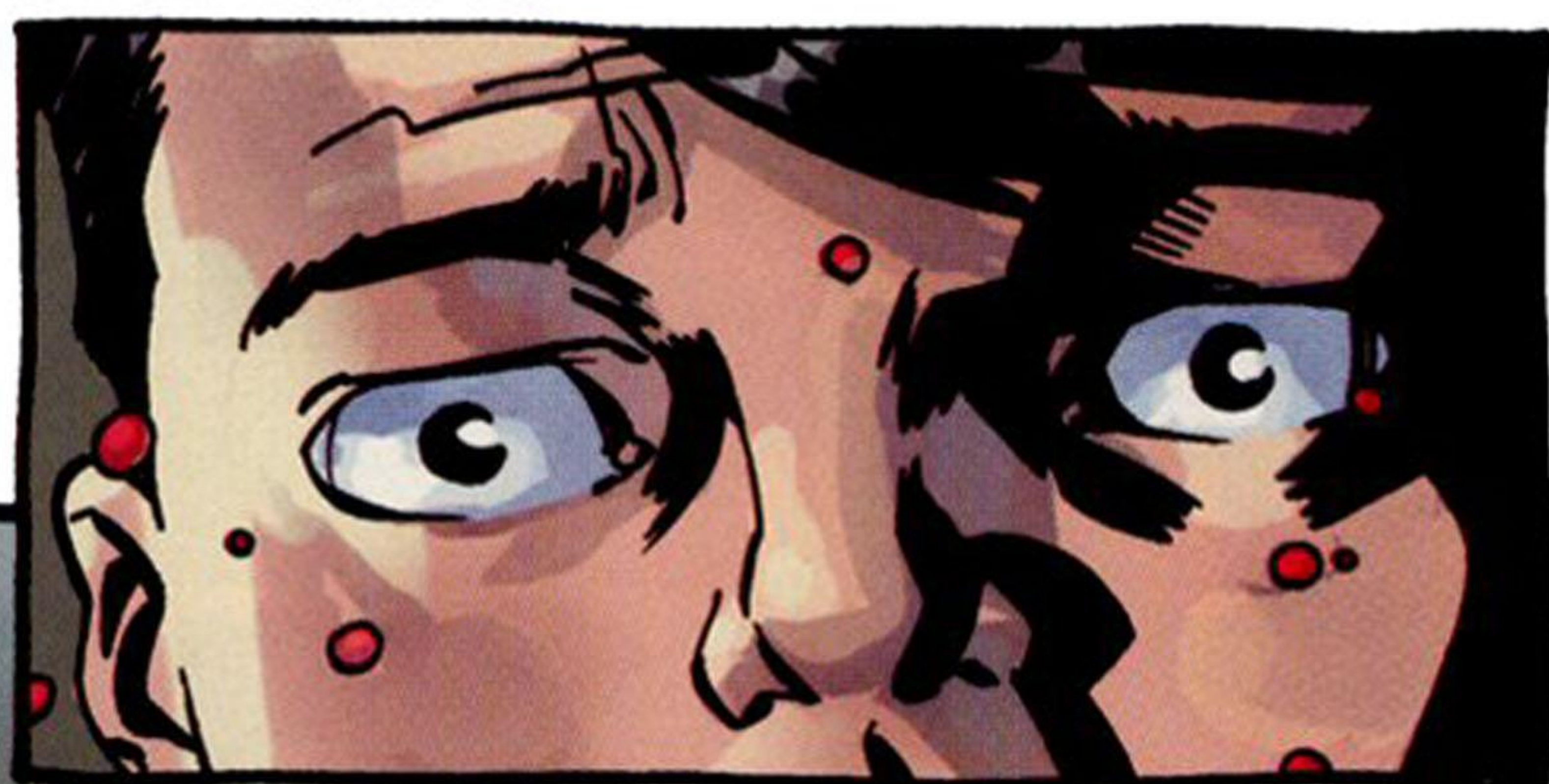
সবাই নিজের নিজের মতো করে গল্প সাজিয়েছিল, বিশেষ করে আমার চেনা পরিচিতেরা। এবং বিশেষ করে আমার মা...

উইলসন পার নিজের ছেলেকে খুন করেছে, কারণ ছেলেটা ওই ডাইনিটার বাচ্চা ছিল!

আরে, রোজ...

...শিকার, দুর্ঘটনা, আমার চোখ!

হেসে উড়িয়ে দেওয়ার কথা এটা নয়, ওয়াকার ডেভিস! ব্যাপারটা সবাই জানে!

কিন্তু সেরে ওঠার পর ও
স্কুলে আসা বন্ধ করে দিল...
কেউ জানতেও চাইল না যদিও।
স্কুলের তরফ থেকেও কোনও
খোঁজখবর নেওয়া হল না...
ডেভিস, মনটা কোথায়
পড়ে আছে তোমার?
যেন রাস্টিন বলে
কেউ কোনও দিন
ছিলই না...
এর বেশ কয়েক বছর পর ওর দেখা
পেয়েছিলাম, একেবারে ভূতগ্রস্তের মতো
দেখতে লাগছিল ওকে...
এই, রাস্টিন!
রাস্টিন পার!!
...কিন্তু তাতে
ম্যাট প্যাটারসনের
চোখ এড়িয়ে যেতে
পারেনি...
তুই!...
আমার ছোট্ট
মেয়েটাকে কী
করেছিস তুই?
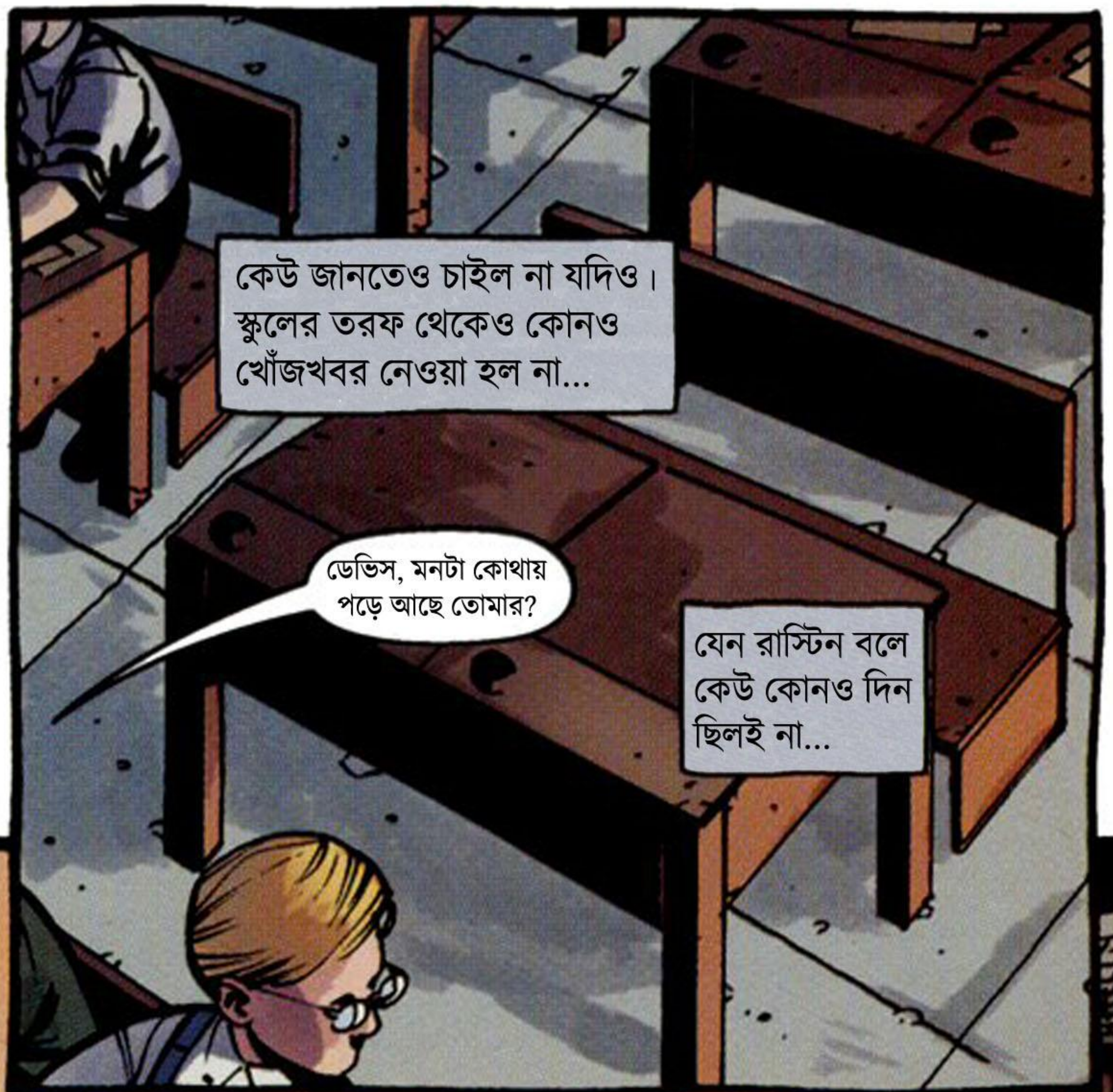
আঘ্ঘ... নড়তে পারছি না কেন?!

হে ভগবান!

না... বাপ রে!

রাস্টিন, আমার কথা শোন!
আমার কাছে আসিস না, ডেভি! তোরও খারাপ কিছু হয়ে যাবে... ওই ডাইনি তোকেও ছাড়বে না!
কাছে আসিস না!
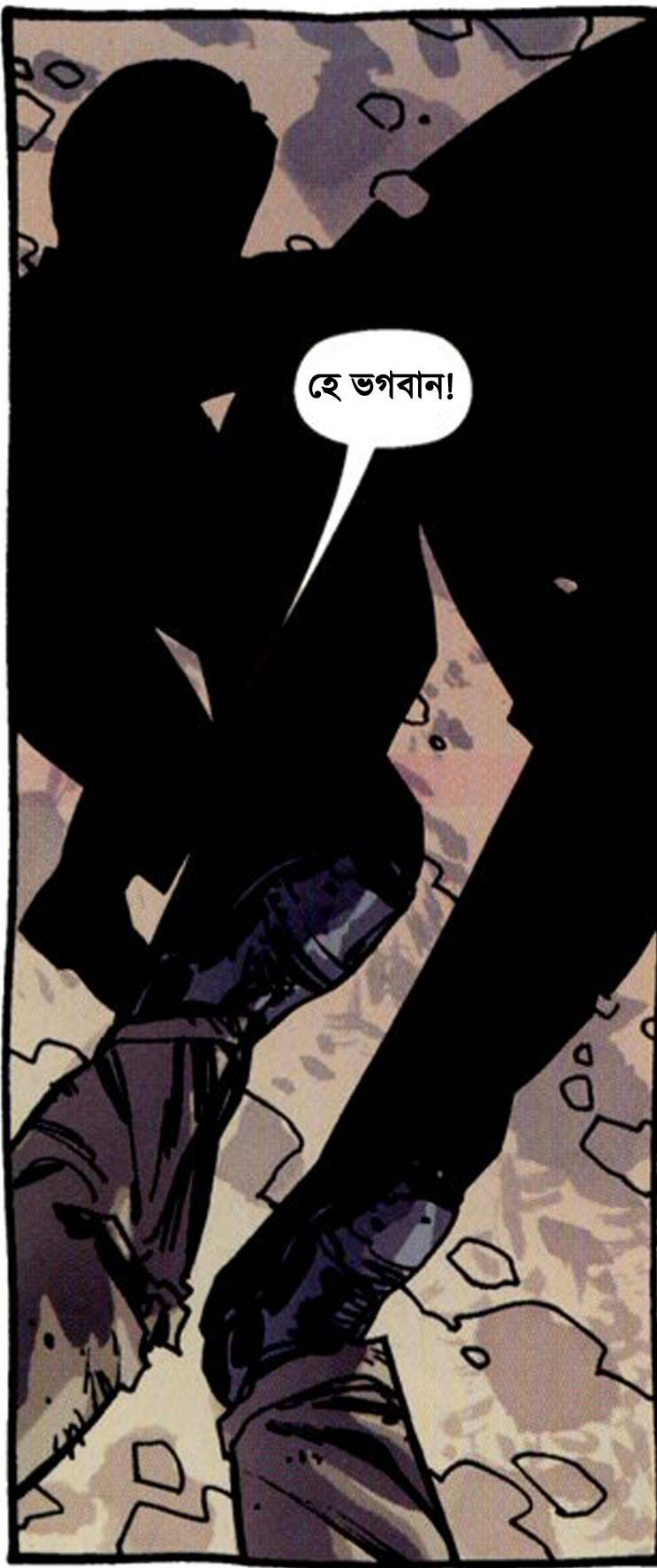
তারপর থেকে আমি ঠিক তা-ই করলাম। বারকিটসভিল আর আমার মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই বাড়তে লাগল...
হাইস্কুল পাশ করার পর আমায় শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হল...
...ওখানে বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ইংরেজি পড়িয়ে এসেছি...
তারপর এল যুদ্ধ...
যুদ্ধের সময় মন্টে ক্যাসিনোতে থাইয়ে বোমার টুকরো ঢুকে যাওয়ার ফলে দেশসেবার কাজে আমার নাম বাতিলের খাতায় উঠে যায় ...

BURKITTSVILLE STATION
শুরুর জায়গাতেই আবার ফিরে এলাম...
বাড়ি ফেরার মজাই আলাদা!

আদিম যুগের কুসংস্কারের আঁধারে পড়ে থাকা স্থানীয় এঁড়েগুলোকে আধুনিক শিক্ষার জ্ঞান-জ্যোতিতে আলোকিত করার সিদ্ধান্ত নিই, ভাল কিছু করার চেষ্টা করি...

কত বড় মূর্খ ছিলাম আমি...

১৯৪১... স্টাইকার্সের দোকানে একদিন রাস্টিনকে দেখলাম...
আমি শেষ হয়ে গেছি!

ওর চাহনিটা আমার সারাজীবন মনে থাকবে...

ও যা দেখেছে বলল সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু পরে আমি সবই শুনেছিলাম...
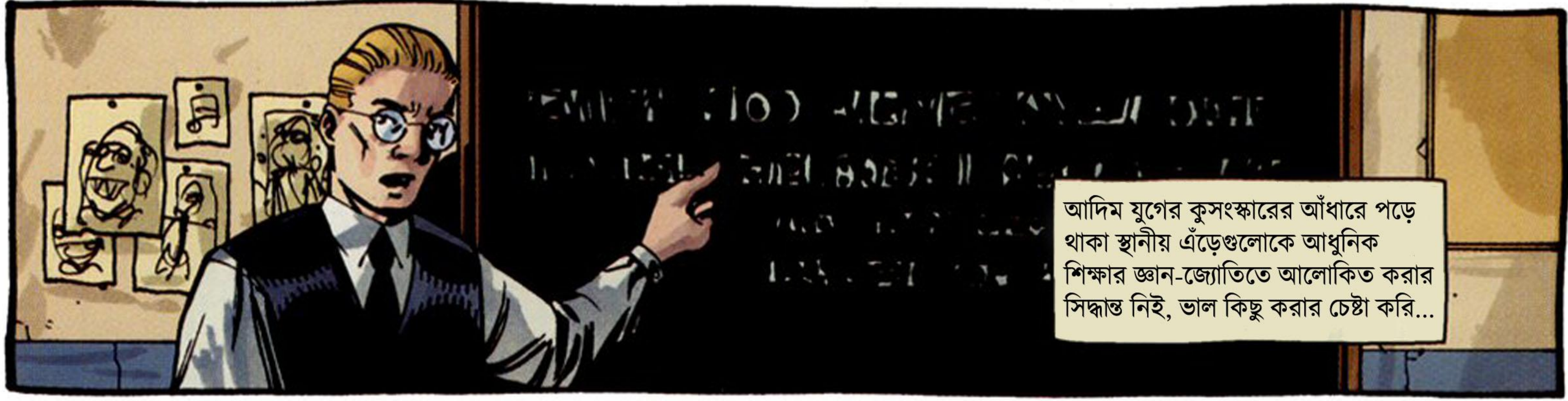
অবশ্য আমি এর একটা কথাও প্রমাণ করতে পারব না...

ডেল পারের প্রেতাত্মাকে বাচ্চাগুলোর দিকে এগোতে দেখেই ঠিক করে নিয়েছিলাম আমায় কী করতে হবে...

না, আর নয়!

কিন্তু এবার ওর বড়দের উপরেও নজর পড়েছে...
আয়, ডেল!

ডেল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে... অন্ধকারে... অপেক্ষা করছে...

...আলো নিভে যাওয়ার অপেক্ষা করছে...
কাজ সারা হয়ে গেছে?
হ্যাঁ, শেষ হলেই বাঁচি! আর টানতে পারছি না!

...যাতে আমার সাথে ও শেষ দেখাটা সারতে পারে...

এবার আলো নেভানো হবে, ডেভিস। প্রার্থনা করতে ভুলো না যেন।
...পুরনো বন্ধুর সাথে খাস মোলাকাত...

সমাপ্ত(?!)...